০৫-০৩-১৯ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা কখনোই পড়া মিস্ করবে না, এই পড়াতেই স্কলারশিপ পাওয়া যায়, তাই বাবার কাছে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তা গ্রহণ করো"

প্রশ্ন :-- যোগ্য ব্রাহ্মণ কাকে বলা হবে ? তার নিদর্শন শোনাও ?

উত্তর :-- ১) সুযোগ্য ব্রাহ্মণ তিনিই, যার মুখে সর্বদা গীতা জ্ঞান থাকবে,
২) যিনি অনেককেই নিজ তুল্য বানাবেন ।
৩) যিনি অনেককেই জ্ঞান ধনের দান পুণ্য করবেন,
৪) কখনোই নিজেদের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে মতভেদে আসবে না,
৫) কোনো দেহধারীর প্রতিই বুদ্ধি আটকে থাকবে না,
৬) ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ যার মধ্যে কোনো ভুল থাকবে না, যিনি দেহ অহংকারকে ত্যাগ করে দেহী - অভিমানী থাকার পুরুষার্থ করেন ।

ওম্ শান্তি । বাবা তাঁর নিজের এবং সৃষ্টিচক্রের পরিচয় তো দিয়েছেনই । এ তো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসেই গেছে যে, এই সৃষ্টিচক্র হুবহু পুনরাবৃত্তি হয় । নাটক যেমন বানানো হয়, তাতে মডেল বানানো হয় । এরপর তা রিপিট হয় । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এই চক্র চলা উচিত । তোমাদের নামও হল স্বদর্শন চক্রধারী । তাই বুদ্ধিতে এই কথা ঘোরা উচিত । বাবার কাছে যে জ্ঞান পাচ্ছো তা গ্রহণ করা উচিত । এমন গ্রহণ যেন করতে পারো যে, পরের দিকে বাবা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্ত যেন স্মরণে থাকে । বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে । এ হলো শিক্ষা । বাচ্চারা জানে যে এই শিক্ষা তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউই জানে না । বর্ণের তফাত ত আছে, তাই না । মানুষ বোঝে যে, আমরা সবাই মিলেমিশে এক হয়ে যাবো । এখন এতো বড় দুনিয়া, সবাই তো এক হতে পারবে না । এখানে সম্পূর্ণ বিশ্বে এক রাজ্য, এক ধর্ম, এক ভাষা প্রয়োজন । সে তো সত্যযুগে ছিল । সেই সময় বিশ্বের বাদশাহী ছিল, যার মালিক ছিল এই লক্ষ্মী - নারায়ণ । তোমাদের এই কথা বুঝিয়ে বলতে হবে যে, বিশ্বে শান্তির রাজ্য হল সেটা । এ কেবল ভারতেরই কথা, যখন এদের রাজ্য থাকে, তখনই বিশ্বে শান্তি থাকে । তোমরা ছাড়া এই কথা কেউই জানে না । সকলেই হলো ভক্ত । তফাতও তোমরাই দেখতে পাও । ভক্তি আলাদা আর জ্ঞান আলাদা । এমন নয় যে ভক্তি না করলে কোনো ভূত -প্রেত খেয়ে ফেলবে । তা নয় । তোমরা তো বাবার হয়েই গেছ । তোমাদের মধ্যে যে ভূত (বিকার) আছে, সে সব বের হয়ে যাবে । প্রথম নম্বরের ভূত হলো দেহ - অহংকার । একে দূর করার জন্যই বাবা দেহী - অভিমানী বানান । বাবাকে স্মরণ করলে কোনো ভূতই সামনে আসবে না । ২১ জন্মের জন্য কোনো ভূতই আসবে না । এই ভূত (বিকার) হলো রাবণ সম্প্রদায়ের । তাই রাবণ রাজ্য বলা হয় । রাম রাজ্য আলাদা আর রাবণ রাজ্য আলাদা । রাবণ রাজ্যে ভ্রষ্টাচারী আর রামরাজ্যে শ্রেষ্ঠাচারীরা থাকে । এর তফাতও তোমরা ছাড়া কেউই জানে না । তোমাদের মধ্যেও যারা খুবই হুঁশিয়ার তারা ভালোভাবে বুঝতে পারে যে, এই মায়া বিড়ালও কম নয় । কখনো - কখনো পড়া ছেড়ে দেয়, সেন্টারেও যায় না, দৈবী গুণও ধারণ করে না । এই চোখও ধোঁকা দিয়ে দেয় । কোনো জিনিস ভালো লাগলে তা খেয়ে ফেলে । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন যে, এই লক্ষ্মী - নারায়ণ হল তোমাদের এইম অবজেক্ট । তোমাদের এমন হতে হবে । এমন দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে যে, যথা রাজা - রাণী তথা প্রজা সবার মধ্যেই যেমন দৈবী গুণ থাকে । ওখানে আসুরী

গুণ থাকে না । অসুর সেখানে থাকে না । তোমরা ব্রহ্মাকুমার – ব্রহ্মাকুমারী ছাড়া আর কেউই নেই যারা এইসব কথা বুঝতে পারে । তোমাদের শূদ্র অহংকার ছিল, এখন তোমরা আস্তিক হয়েছ, কারণ তোমরা মিষ্টি – মিষ্টি রুহানী বাবার হয়েছ । তোমরা এও জানো যে, কোনো দেহধারীই রাজযোগের জ্ঞান বা স্মরণের যাত্রা শেখাতে পারে না । এক বাবাই তা শেখান । তোমরা শিখে তারপর অন্যদের তা শেখাও । মানুষ তোমাদের জিজ্ঞেস করবে যে, এই জ্ঞান তোমাদের কে শিখিয়েছে ? তোমাদের গুরু কে ? কেননা শিক্ষক তো আর আধ্যাত্মিক বিষয় শেখান না, এ তো গুরুই শেখান । একথা বাচ্চারা জানে যে, আমাদের কোনো গুরু নেই, আমাদের হল সদ্গুরু, তাঁকে সুপ্রীম বলা হয় । ড্রামা অনুসারে সদ্গুরু নিজে এসেই পরিচয় দেন, আর তিনি যা কিছুই শোনান, সে সব সত্যই বুঝিয়ে বলেন, আর তিনি সত্যখণ্ডে নিয়ে যান । সত্য হলেন একজনই । বাকি কোনো দেহধারীকে স্মরণ করা হলো মিথ্যা । এখানে তো তোমাদের এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । সব আত্মারা যেমন জ্যোতি বিন্দু, বাবাও তেমনই জ্যোতির্বিন্দু । বাকি সমস্ত আত্মার সংস্কার এবং কর্ম তার নিজের নিজের । সকলের একরকম সংস্কার হতে পারে না । যদি এক ধরনের সংস্কার হবে তাহলে চেহারাও একইরকম হবে । কখনোই কিন্তু এক রকমের চেহারা হতে পারে না । অবশ্যই সমান্য হলেও তফাৎ থাকে ।

এই নাটক তো একটাই । সৃষ্টিও অনেক নয়, একটাই । মানুষ এই গল্পকথা করে যে, উপর আর নীচে আলাদা দুনিয়া আছে । উপরে তারাদের দুনিয়ায় দুনিয়া আছে । বাবা বলেন যে, এ কথা কে বলেছে ? তখন শাস্ত্রের নাম নেয় । শাস্ত্র তো অবশ্যই কোনো মানুষ লিখেছে । তোমরা জানো যে, এ তো এক বানানো খেলা । প্রতি সেকেণ্ডে সম্পূর্ণ দুনিয়ায় যে অভিনয় চলছে, এও এই নাটকের বানানো খেলা । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে – এই চক্র কিভাবে ঘুরছে, সমস্ত মানুষ যারা এখানে আছে, তারা কিভাবে অভিনয় করছে ? বাবা বলেছেন যে, সত্যযুগে কেবল তোমাদেরই পার্ট থাকে । তোমরা নম্বর অনুসারে আসো এই অভিনয় করতে । বাবা কতো ভালোভাবে এই কথা বুঝিয়ে বলেন । বাচ্চারা, তোমাদের আবার তা অন্যদের বোঝাতে হয় । তোমরা বড় – বড় সেন্টার খুললে, বড় – বড় মানুষ সেখানে যাবে । গরীবরাও আসবে । বেশীরভাগ সময় গরীবদের বুদ্ধিতে চট্ করে বসে যায় । বড় – বড় মানুষ যদিও বা আসেন কিন্তু কাজ পড়ে গেলে তারা বলবে, সময় নেই । মানুষ প্রতিজ্ঞা করে যে, খুব ভালোভাবে পড়বে, কিন্তু পড়তে না পারলে তখন ধাক্কা লাগে । মায়া আরো বেশী করে নিজের দিকে টেনে নেয় । অনেক বাচ্চাই আছে যারা পড়া বন্ধ করে দেয় । পড়া যদি মিস্ করে তাহলে অবশ্যই ফেল করে যাবে । স্কুলেও যারা ভালো ভালো বাচ্চা থাকে, তারাও কখনো কারোর বিয়ে উপলক্ষে বা অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য ছুটি নেয় না । তাদের বুদ্ধিতে থাকে যে, আমরা খুব ভালোভাবে পড়লে স্কলারশিপ পাবো, তাই তারা ভালোভাবে পড়ে । পড়া মিস্ করার কোনো চিন্তাও মাথায় রাখে না । তাদের পড়া ছাড়া অন্য কিছুই মিষ্টি লাগে না । তারা মনে করে অকারণে সময় নষ্ট হবে । এখানে একজন টিচারই পড়ান, তাই পড়া কখনো মিস্ করা উচিত নয় । এতেও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই হয় । যে পড়ে সে যদি ভালো হয়, তাহলে যিনি পড়ান তাঁরও পড়ানোতে মন লাগে । টিচারের নামও উজ্জ্বল হয়, গ্রেডও বৃদ্ধি পায় । উচ্চ পদ পাওয়া যায় । এখানেও বাচ্চারা যে যেমন পড়ে, তেমনই উঁচু পদ পায় । একই ক্লাসে পড়ে কেউ উঁচু পদ পায়, কেউ আবার কম । সবার অর্জন একরকম হয় না । বুদ্ধির উপরই সবকিছু । ওখানে তো মানুষ মানুষকে পড়ায় । তোমরা জানো যে, বেহদের বাবা আমাদের পড়ান, তাই খুব ভালোভাবে পড়া উচিত । গাফিলতি করা উচিত নয় । এই পড়াকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় । উল্টাপাল্টা কথা শুনিয়ে একে অপরের বিশ্বাসঘাতকও হয়ে যায় । পরমতে চলা উচিত নয় । শ্রীমতের জন্য যে যা খুশীই বলুক না কেন,

তোমরা তো নিশ্চিত যে, বাবা আমাদের পড়ান তাই এই পড়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় । বাচ্চারা তো নম্বর অনুসারে, বাবা এক নম্বরে । এই পড়া ছেড়ে আর কোথায় যাবে ? আর কোথাও এই পড়া পাবে না । তোমাদের শিববাবার কাছেই পড়তে হবে । কামাইও শিববাবার থেকেই করতে হবে । কেউ কেউ উল্টাপাল্টা কথা শুনিয়ে অন্যদের মুখ ঘুরিয়ে দেয় । এই ব্যাঙ্ক হলো শিববাবার । মনে করো কেউ যদি বাইরে সৎসঙ্গ শুরু করে, আর ভাবে শিববাবার ব্যাঙ্কে জমা করবে তাহলে তা কিভাবে করবে ? যে বাচ্চারা আসে তারা শিববাবার ব্যাঙ্কেই জমা করে । এক পয়সাও যদি দান করে তাহলে তার শতগুণ ফেরৎ পায় । শিববাবা বলেন, তোমরা এর পরিবর্তে মহল পাবে । এই সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । ধনবান ব্যক্তিও অনেক আসে । এমন কেউই বলে না যে, আমাদের শিববাবার ভাণ্ডার থেকে পালন হয় না । এখানে সকলেরই পালন হচ্ছে । তার মধ্যে কেউ গরীব, কেউ আবার ধনবান । ধনবান ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে গরীবদেরও পালন করা হয়, এতে ভয়ের কোনো কথা নেই । অনেকেই চায় যে, আমরা বাবার হয়ে যাই কিন্তু তারজন্য উপযুক্ত তো হতে হবে । স্বাস্থ্যবানও চাই । জ্ঞানও যেন তারা শোনাতে পারে । গভর্নমেন্টও অনেক পরীক্ষা করে নেয় । তেমন এখানেও সবকিছু দেখা হয় । সার্ভিস করতে পারে কিনা । নম্বরের ক্রম অনুযায়ী তো হবেই । সকলেই তার নিজের নিজের পুরুষার্থ করছে । কেউ আবার ভালো পুরুষার্থ করতে করতে অনুপস্থিত (অ্যাবসেন্ট) হয়ে যায় । কারণে বা অকারণে আসা বন্ধ করে দেয়, তখন স্বাস্থ্যও তেমন হয়ে যায় । চিরসুস্থ হওয়ার জন্য এই সব শেখানো হয় । যার শখ আছে, যে মনে করে এই স্মরণের দ্বারাই আমাদের পাপ কেটে যাবে, তারা খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করে । কেউ আবার এমনিই সময় নষ্ট করে । তাই নিজেদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে । বাবা বোঝান যে, তোমরা যদি গাফিলতি করো, সেই খবর জানা যাবে -- ইনি (ব্রহ্মা) কাউকেই পড়ান না ।

বাবা বলেন যে, সাত দিনে তোমাদের সুযোগ্য ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী হয়ে যেতে হবে । কেবল নামমাত্র ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণীর প্রয়োজন নেই । তারাই ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী, যাদের গীতা জ্ঞান কণ্ঠস্থ থাকে । ব্রাহ্মণদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার হয় । এখানেও তেমনই । পড়াতে মনোযোগ না থাকলে তোমরা ওখানে গিয়ে কি হবে ? প্রত্যেককেই তাদের নিজেদের পুরুষার্থ করতে হবে । সার্ভিসের প্রমাণ দেওয়া চাই, তখনই বোঝা যাবে যে, এ এমন পদ পাবে । তখন তা কল্প - কল্পান্তরের জন্য হয়ে যাবে । পড়া বা পড়ানো যদি না হয় তাহলে মনে করতে হবে যে, আমরা সম্পূর্ণ পড়িনি তাই পড়াতে পারছি না । বাবা বলেন যে, তোমরা পড়ানোর যোগ্য কেন হও না । কিসের জন্য একজন ব্রাহ্মণীকে পাঠাবো ? তোমাদের সকলকে নিজের সমান তৈরী করতে হবে । যেখানে সবাই ভালোভাবে পড়াশোনা করে, তাদের সাহায্য করা প্রয়োজন । অনেকেরই নিজেদের মধ্যে মতভেদ থাকে । কেউ আবার একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়া ছেড়ে দেয় । তোমরা যেমন করবে, তেমনই পাবে । একে অপরের কথা শুনে তোমরা পড়া কেন ছেড়ে দাও ? এ হলো ড্রামা । ভাগ্যে হয়তো নেই । দিনে দিনে এই পড়া আরো জোর হয়ে যাবে । সেন্টার খুলতে থাকবে । এ শিববাবার খরচ নয় । সম্পূর্ণই বাচ্চাদের খরচ । এই দান হলো সবথেকে ভালো । ওই দানে অল্পসময়ের সুখ পাওয়া যায় আর এই দানে ২১ জন্মের প্রালব্ধ পাওয়া যায় । তোমরা জানো যে, আমরা এখানে আসি নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য । তাই যে খুব ভালোভাবে পড়ে তাকে অনুসরণ করো । কত নিয়মিত ভাবে পড়ার প্রয়োজন । বেশীরভাগ দেহ - ভাবে এসে মানুষ লড়াই করে । নিজের ভাগ্যের প্রতি বিরক্ত হয় তাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মায়েরাই ভূমিকা নেয় । মায়েদের নামই তো উজ্জ্বল হয় । ড্রামাতে মায়েদের উন্নতিও লিপিবদ্ধ আছে ।

বাবা তাই তাঁর মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো । আত্ম - অভিমানী হয়ে থাকো । তোমাদের শরীরই নেই তাহলে অন্যেরটা শুনবে কি করে । এই কথা দৃঢ়ভাবে অভ্যাস করো যে, আমরা আত্মা, আমাদের ফিরে যেতে হবে । বাবা বলেন যে, এই সবকিছু ত্যাগ করো, বাবাকে স্মরণ করো । এই স্মরণের উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে । বাবা বলেন, কাজ কারবার যদিও বা করো, আট ঘন্টা কাজ, আট ঘন্টা আরাম আর বাকি আট ঘন্টা এই গভর্নমেন্টের সার্ভিস করো । এও তোমরা আমার নয়, সম্পূর্ণ বিশ্বের সেবা করো, এর জন্য সময় বের করো । মুখ্য হলো স্মরণের যাত্রা । সময় নষ্ট করা উচিত নয় । ওই গভর্ণমেন্টের আট ঘন্টা সার্ভিস করো, ওতে তোমরা কি পাও । দুই হাজার বা পাঁচ হাজার ----এই গভর্ণমেন্টের সার্ভিস করলে তোমরা পদ্মপতি হয়ে যাও । তাই কতটা মন থেকে সেবা করা উচিত । আট রত্ন যদি হও তাহলে অবশ্যই আট ঘন্টা বাবাকে স্মরণ করবে । ভক্তি মার্গে মানুষ অনেক স্মরণ করে, সময় নষ্ট করে, কিন্তু কিছুই পায় না । গঙ্গাস্নান, জপ - তপ ইত্যাদি করলে বাবাকে পাওয়া যায় না যে তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকার পাবে । এখানে তো তোমরা বাবার কাছ থেকে আশীর্বাদী বর্সা পাও । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) শ্রীমত ছেড়ে কখনো পরমতে চলবে না । উল্টোপাল্টা কথা শুনে কখনো পড়া থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবে না । কখনো মতভেদে আসবে না ।

২) নিজেকে যাচাই করো যে, আমরা কোনো গাফিলতি করছি না তো ? পড়াতে সম্পূর্ণ মনোযোগ আছে তো ? সময় ব্যর্থ নষ্ট করিনা তো ? আমরা কি আত্ম - অভিমানী হয়েছি ? মন থেকে রুহানী সেবা করি কি ?

বরদান :-- পুরানো সংস্কার এবং সংসারের সম্পর্কের আকর্ষণ থেকে মুক্ত থেকে ডবল লাইট ফরিস্তা ভব

ফরিস্তা অর্থাৎ পুরানো সংসারের আকর্ষণ মুক্ত, না সম্বন্ধ - রূপে আকর্ষণ থাকবে, না নিজের দেহের প্রতি বা কোনো দেহধারী ব্যক্তি অথবা বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকবে, এমনই পুরানো সংস্কারের আকর্ষণ থেকেও মুক্ত - সঙ্কল্প, বৃত্তি বা বাণীর রূপে কোনো সংস্কারের আকর্ষণ যেন না থাকে । যখন এমন সর্ব আকর্ষণ থেকে, অথবা ব্যর্থ সময়, ব্যর্থ সঙ্গ, ব্যর্থ পরিবেশ থেকে মুক্ত হতে পারবে তখন বলা হবে ডবল লাইট ফরিস্তা ।

স্লোগান :-- শান্তির শক্তি দ্বারা সর্ব আত্মার পালনাকারীই হলেন রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার ।